BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

প্রভাস

বাণী বসু

ওঁরা দুজনে হাঁটছিলেন। হাসপাতালের করিডর দিয়ে। খুব ধীরে। অনেকটা যেন সিনেমার স্লো মোশনের মতো। তবে সে ক্ষেত্রে একটা হালকা ভাব আসে পদক্ষেপে, যেন হাওয়ার মধ্যে দিয়ে ভেসে আসছে। এদের পদক্ষেপে সেই প্লবতা ছিল না। এঁরা যেন ভরা কোটালের দুরন্ত ভারী গভীর, গম্ভীর জলরাশি ঠেলে ঠেলে আসছিলেন। যেন এ জল কোনওদিন ফুরোবে না, ক্রমশই টেনে নিতে চাইছে গভীর থেকে গভীরে, দূর থেকে দূরে। যেন দুজনে ভরা সমুদ্রে নেমেছেন। একটার পর একটা ব্রেকার আসছে। ঢেউয়ের সঙ্গে লাফিয়ে উঠতে হয়, পারছেন না। মাথার ওপর দিয়ে শিরদাঁড়া ভেঙে নিষ্ঠুর তরঙ্গ চলে যাচ্ছে। জোয়ারের সমুদ্রে নুলিয়াহীন দুই স্নাতক।

দুজনেরই হাত শিথিল, পা যেন যে কোনো মুহূর্তে দুমড়ে যাবে। চোখে কাচের মতো নজরহীন দৃষ্টি। আঁকাবাঁকা জটিল রেখায় কে যেন কাটাকুটি খেলছে দুই মুখে। হঠাৎ,

www.BDeBooks.Com

একেবারে হঠাৎ বয়স বেড়ে গেছে দশ বছর, বিশ বছর। কেন না, ওঁরা যাচ্ছিলেন হাসপাতাল অভিমুখে তখনও বয়স কিছু কম ছিল। এখন কারও মুখে কোনও কথা

ছিল না। শরীরে সাড় ছিল না, চলনে প্রাণ ছিল না। দুই জীবন্ত মমি মৃতলোক থেকে হেঁটে আসছে, শুধু কৃত্রিম গতি আছে। প্রাণ নেই, মন নেই, এমনকি মন্দ্রের যে পারঙ্গমতা থাকে সেটুকুও নেই, কেন না, ভদ্রলোক একটা কাপড় ভর্তি ট্রলিতে আর একটু হলেই ধাক্কা খাচ্ছিলেন।ট্রলিবাহক ক্রুদ্ধ গালাগাল করে শেষ মুহূর্তে সরে গিয়েছিল। ওঁদের কোনও ভাবান্তর হয়নি।

রাস্তায় বেরিয়ে হঠাৎ ভদ্রলোক মুখ উঁচু করে ওপর দিকে চাইলেন। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলেন। খুব সন্তর্পণে বললেন -- কী সে যাব ? এমনভাবে বললেন যেন তিনি টাক বা টেম্পোতে যেতে হলেও আশ্চর্য হবেন না। মহিলা বললেন, 'কিসে ?' -- তিনি যেন ভুলে গেছেন কী কী প্রকারের যানবাহন আছে, থাকে শহরে, তেপান্তরের মাঠে দাঁড়িয়ে কুলকিনারা দেখতে পাচ্ছেন না, তাই বলছেন 'কিসে যাবো ?' -- কোথায় যাবেন সে সম্পর্কেও বুঝি তাঁদের স্পষ্ট ধারণা নেই।

হাসপাতালের গেট থেকে অদূরে ফলওয়ালারা বসেছিল। কমলা লেবু, আপেল, আঙুর, বেদানা, মৌসুম্বি। ওঁদের ইতস্তত লক্ষ্যহীন চাইতে দেখে একজন বলল -- ডালিম নয় বাবু, বেদানা। আসল বেদানা, প্রতি ফোঁটায় রক্ত। নিন, নিয়ে যান। একজন ক্রেতা বললেন -- তোর বেদানার কিলো কত ? পাঁচশ টাকা না হাজার টাকা ? তার চেয়ে বরং আপেল দে। ওয়ান অ্যাপল আ ডে। কিপস ডেথ অ্যাওয়ে।

-- আঙুর আছে মেসোমশাই, আসল কাশ্মীরি আঙুর। রক্তের দোষ সব শুধরে দেবে। আঙুরের বাড়া ফল নেই মাসিমা।

ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন -- কী বলছে ওরা ? মহিলা বললেন -- বুঝতে পারছি না। রাস্তা জ্ঞান, ভাষা জ্ঞান, দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ওঁরা অদ্ভুতভাবে কোনাকুনিভাবে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। একটা ট্যাক্সি এসে খ্যাঁক করে থামলো।

দেখতে পাচ্ছেন না ? কানা নাকি ?

ভেতর থেকে কেউ একজন রূঢ় গলায় বলে উঠল, মরতে সাধ।

রাস্তা পার হয়ে ভদ্রমহিলা বললেন -- কী বলল ?

ভদ্রলোক বললেন -- কী যেন, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

আবার একটা ট্যাক্সি। মুখ বাড়িয়ে ড্রাইভার বলল -- যাবেন ?

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন -- যাব ?

ভদ্রমহিলা বললেন -- যাই।

ড্রাইভার বলল -- উঠে পড়ুন চট করে, এক্ষুনি পেছন থেকে হর্ন দেবে, বাবাজিরা এক্ষুনি এসে যাবেন।

দুজনেই মুখ ফিরিয়ে চারদিকে বাবাজিদের সন্ধান করতে থাকলেন। গেরুয়া কাপড়, থসথসে মতো মোটা, কপালে চন্দনের ফোঁটা -- দলে দলে -- তাঁদের ট্যাক্সিটা কেড়ে নিতে আসছে। নিক, তাঁরা দিয়ে দেবেন। এর মধ্যে কোনও দ্বিধা, কোনও প্রশ্ন নেই। কিন্তু বাবাজি নেই ও ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল -- উঠুন মেসোমশায়। ভাবছেন কী ?

দুজনে উঠলেন। যেন উঠলেও হয়, না উঠলেও হয়।

-- কোথায় ?

-- চলুন।

-- তা তো যাব, কিন্তু কোন দিকে ?

মহিলা বলতে যাচ্ছিলেন -- চলো, মনে পড়লে বলব। কিন্তু ভদ্রলোক বলে উঠলেন সলট লেক। সেক্টর ওয়ান। সেকেন্ড আইল্যান্ড, মনোরমা -- মুখস্থর মতো বলে গেলেন। মহিলা তাঁর দিকে অবাক চোখে তাকালেন, যেন এই স্মৃতিশক্তি অতিমানবীয়, তিনি একেবারেই আশা করেননি।

www.BDeBooks.Com

ভদ্রলোকের চুলগুলো সব পাকা। ঝামরে আছে। ক্রমাগত 'ডাই' ব্যবহার করলে এমন সাদা চুল হয়। সে তুলনায় তাঁর দেহ শক্তসমর্থ। বুড়ো বলে একটুও মনে হয় না। বরং মনে হয় তিনি খুরপি নিয়ে বাগানে লেগেছেন। গাছের গোড়া খুঁড়ে দিচ্ছেন। সার-টার। ঝাঁজরি দেওয়া পাত্রে জলভর্তি করে ফোয়ারার মতো জল ঢালছেন। কিংবা এই

বাজার সেরে এলেন, গলদঘর্ম। কিন্তু নিজেই বয়ে এনেছেন বাজারটা। তোয়ালে দিয়ে মুখ ঘাড় গলা মুছলেন। হৃষ্ট গলায় এবার ডাকবেন -- শুনে যাও আজকে ভাল বাচা মাছ পেয়েছি।

মহিলার চুলগুলো কাঁচা পাকা। ভদ্রলোকের লম্বা-চওড়া চেহারার পাশে তিনি একেবারে বেমানান না হলেও, একটু ছোটখাটই। এঁদের বিয়ের সময়ে কোষ্ঠী বিচার হয়েছিল কি না কে জানে। কিন্তু দৈর্ঘ্য বিচার হয়নি। মহিলা একটু দুবলাও বটে। উনি বেশি খাটতে পারেন না। রান্নাঘরে রাঁধুনিকে একটু দেখিয়ে-শুনিয়ে দিয়ে জানলার ধারে বই নিয়ে বসেন। কিংবা কাগজ। কিংবা পত্রপত্রিকা।

দুজনের জীবনযাত্রার এই পদ্ধতি একেবারেই কল্পিত। দেখলে এরকম মনে হয়। মানুষকে বাইরে থেকে দেখে কত কিছুই তো মনে হয়। তার সবটা মেলে না। অনেক সময়ে কিছুই মেলে না।

দোতলার ফ্ল্যাট। মহিলা আগে আগে উঠে যাচ্ছেন। অনেকটা গাইডের মতো, এখনি বুঝি দেখাবেন -- এই দেখুন -- এই হল হাজারদুয়ারী, এটা সিরাজের তরোয়াল। চলুন এবার ঘসেটি বেগমের মহল দেখিয়ে আনি ...। কিংবা ভদ্রলোক আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, মহিলা কর্ত্রী। হোস্টেসের কর্তব্য সম্পাদন করছেন। দোতলায় উঠে, ভদ্রলোক বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

-- কই, এসো!

-- বাঁ না ডান ?

-- বাঁ। এই যে দ্যাখো, তোমার নাম লেখা রয়েছে -- প্রভাসরঞ্জন সিকদার। আমার নাম -- পুবালি সিকদার।

চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুললেন। প্রভাসরঞ্জন ভেতরে ঢুকে খুব ধীরভাবে এদিক-ওদিক তাকালেন, বললেন -- আমি কিচ্ছু চিনতে পারছি না।

এইবারে পুবালি মহিলাটি আর থাকতে পারলেন না। মুখে রুমাল গুঁজে কেঁদে উঠলেন। ঠিক কান্নাও নয়, কেমন একটা আহত জন্তুর গোঙানির মতো। চোখে জল নেই।

প্রভাস্রঞ্জন জামাকাপড় না বদলেই শুয়ে পড়েছেন। এতক্ষণ কোনওমতে খাড়া ছিলেন, তাঁর এই শুয়ে পড়া দেখে বোঝা যাচ্ছে। চোখ দুটো আস্তে আস্তে বুঁজে গেল। পুবালি ভিজে তোয়ালে এনে তার মুখ, ঘাড়, পা সব মুছে দিলেন। তার পর এক গ্লাস জল মুখের কাছে ধরলেন -- জলটা নেয়ে নাও। কোনও সাড়া নেই।

কিছুক্ষণ পর পুবালি আবার বললেন -- জলতেষ্টা পেয়েছে, অনেকক্ষণ জল খাওনি। খেয়ে নাও।

প্রভাস্রঞ্জন কাত হলেন। উঠে বসলেন। জলের গ্লাসটা ধরলেন, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন যেন কোনও আশ্চর্য জিনিস দেখছেন। কিছুক্ষণ পর বললেন -- এটা জল, জল না থাকলে ... স্ফটিকের মতো পরিষ্কার, স্বচ্ছ জল, অম্বু। ... দু ঢোক খেলেন, বললেন -- কী অদ্ভুত স্বাদ। এতে কী দিয়েছ ?

-- কিচ্ছু না তো। ঠান্ডা আর এমনি জল মিশিয়ে তুমি যেমন খাও।

আজ আর কষ্ট করতে যেও না। তোমারটা করবে। আমার কিন্তু নয়। আমাকে জল দেবে জল, সারাদিন, সারারাত আজ শুধু জলটাই খাই। কোনও তো খাইনি।

এতগুলো কথা বলে প্রভাস্রঞ্জন দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইলেন। বোঝা গেল তাঁর এই সিদ্ধান্তের নড়চড় হবে না। পুবালির সে চেষ্টা করার ইচ্ছেও নেই। তিনি জানলার ধারে গিয়ে একটা আরামচেয়ারে বসে কাত হলেন। কিন্তু ভাবছেন না।

www.BDeBooks.Com

দেখছেন না, শুনছেন না, একটা অতল নৈঃশব্দের জগতে, নৈঃশব্দ দ্বারা তিনি আপূর্যমনি। অন্ধ, বধির, বাকশক্তিরহিত। এইভাবে নিরন্ন, নিরম্বু, নির্ঘুম তাঁর বেলা কেটে গেল।

সন্ধের মুখে পুবালি আবিষ্কার করলেন তিনি সমস্ত দিন কেমন অসাড়ে শুয়ে না ঘুমিয়েও ঘুমিয়েছিলেন। একটা মধ্যবর্তী অবস্থা। বেলা কেটে যাচ্ছে। প্রহরগুলি তিনি অনুভব করছিলেন। এই সূর্য পশ্চিমে হেলল। রোদে পোড়া, কিন্তু জলে ভেজা

কিছু গৃহপালিত গাছেদের গন্ধ, এই সময়ে পায়রাদের একবার করে ঘুম ভাঙে বুমবুম করে একটু ডেকে নেয়। এ ছাড়া সব ঝিমোচ্ছে। তারপরে হঠাৎ পাখির কলরোলে কানে তালা লেগে যায়। বড় বড় গাছ আছে এ রাস্তায় -- কী যেন নাম সব ? পরশ, পাকুড়, বলরামচূড়া। গাছে গাছে পাখি নামছে, সন্ধ্যার কুলায়। কী বাঞ্ছিত বিশ্রামের। কী বিপুল আনন্দের। ওরা অবসর নিল। যদি ভাঁড়ারে কিছু সঞ্চয় করে থাকে তাহলে প্রতিদিন খুঁটে খাবার গ্লানি থেকে মুক্তি। তখনও ডানা মেলা আছে ! নীলাম্বু-নীল আকাশের তলায় নিরভিপ্রায় উড়ে বেড়ানোর উল্লাস ! প্রথমে একটা দীর্ঘ ভ্রমণ। পুরো উত্তর ভারত। থেমে থেমে, ভাল লাগা জায়গাগুলোকে অনুভব করতে করতে। কবে ফিরবো ?

বলতে পারছি না বুঝলি শমী,

-- একটা তো অ্যাপ্রক্সিমেট বলবে ?

-- ধর একমাস। দেড় মাসও হতে পারে।

-- দু মাসও হতে পারে নাকি ?

-- না না। দু'মাস হবে না। দু'মাস কখনও হয়। তোর কোনও অসুবিধা হবে না। বীণাকে বলে দিয়েছি একদম কামাই করবে না। তোর দিদিও থেকে থেকেই এসে যাবে।

-- আমার অসুবিধার কথা কে বলছে ? আমার খাওয়া-দাওয়া, জামা-কাপড় এসব নিয়ে কাউকে ভাবতে হবে না। তোমরাই ... দুজনে একা ... এতদিন।

-- দুজনে একা হয় না রে পাগল ! দু-তিন দিন অন্তর ফোন করব।

দুজনেও একা হয়। এই যে তিনি ক্যাম্বিসের আরাম চেয়ারে জানলাত পাশে। আর ওই যে উনি দেয়ালের দিকে মুখ করে ঠায় শুয়ে রয়েছেন। জেগে কি ঘুমিয়ে বোঝা যাচ্ছে না। দুজনে তো একই ঘরে। কতটুকুই বা দূরত্ব। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। দুজনে তো একই ভাবনায় স্তব্ধ হয়ে আছেন। তবু একা। দুজনে একা। উনি দণ্ডিত আসামি, কী অপরাধে জানেন না, কোনওদিন কোনও নেশা করেননি। চা ঠিক আছে, কফি

ঠিক আছে, কিন্তু হতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। সুশৃঙ্খল। পরিমিত জীবনযাত্রা। তবু উনি দণ্ড পেলেন। আর ইনি ? জেনে গেছেন এর আর কোনও সুপ্রিম কোর্ট নেই, আপীল নেই। শেষ।

শমী জামাটা ছাড়ল। হ্যাঙারে রাখতে গিয়ে কী যেন ভাবল। বাথরুমে গিয়ে বালতিতে ফেলে দিল। কাচা হোক। গেঞ্জি পরে গুনগুন করে একটা চেনা হিন্দি গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে খানিকটা ঘুরে বেড়াল। তারপর বাথরুমে ঢুকে গেল। কী গরম ! কী ধস্তাধস্তি। এবার বাড়ি কলঘর, নিশ্চিন্তি। চমৎকার চান একখানা। জলের শব্দের সঙ্গে গানের শব্দ মিশে যেতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে চান করে। বিশাল একটা তোয়ালে জড়িয়ে চটি ছপছপ করতে করতে সে পায়জামা-পাঞ্জাবি পড়ল। ভাবালো -- মা ! কোনও সাড়া নেই। বীনা-আ।

বীনা এক কাপ চা আর প্লেটে কিছুমিছু নিয়ে এসে তার পড়ার টেবিলে রাখল। -- মা কোথায় রে ?

-- ও ঘরে।

-- বাবা ?

-- ও ঘরে।

-- মা-আ-আ -- গলা তুলে ডাকলো শমী। চায়ের কাপ হাতে করে ঘর থেকে বেরোতে গেল। ওদিক থেকে পুবালি আসছেন। নিজেকে একটা ভারী মালের মতো টেনে টেনে। তখনই শমীর কথাটা মনে পড়ে গেল।

www.BDeBooks.Com

-- মা-আ ! রিপোর্ট আনতে গিয়েছিলে ? ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল ?

আস্তে আস্তে একখানা কাগজ ছেলের হাতে তুলে দিলেন তিনি।

চোখ বুলিয়ে পড়ল। বুঝতে পারল না। আবার পড়ল, আবার। চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল। বসে পড়ল চেয়ারে। হাত চলে গেছে চুলের ভেতরে। মা সামনে স্থানু। একটু পরে আর্ত চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল -- কোথায় ?

- ও ঘরে। এসে থেকে এক কাতে শুয়ে আছে। জল ছাড়া কিছু মুখে দেয়নি।

শমী গলার কাছের জামাটা মুঠো করে ধরল, প্রাণপণে কিছু একটা চাপবার চেষ্টা করছে। বাবা ! বাবা ! ফিসফিস করে বলল।

ভেসে যায় বাবা ও ছেলের অন্তরঙ্গ দৃশ্য। প্রথম বাইসিক্‌ল্‌। অঙ্কের খাতা হাতে বাবা। বাবা ও ইলিশ। বাবা আর ছেলে মুখোমুখি -- গোপালপুর অন সি। সমুদ্র এসে সমস্ত দৃশ্যের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। ফেনায় ফেনা চারিদিক। শুধু ভিজে বালি চতুর্দিকে, কোনও দৃশ্য বেঁচে নেই।

মায়ের সামনে দিয়ে 'ও ঘর'-এ চলে যায় সে। ডবল খাট। দেয়াল ঘেঁষে দেয়ালের দিকে মুখ করে একটি মানুষ শুয়ে। বালিশে ছড়িয়ে আছে রুপোলি চাদর। শার্ট, প্যান্ট। পাশের টেবিলে দুটো জলের বোতল। একটাতে গায়ে বিজকুড়ি উঠেছে। ঠান্ডা। অন্যটা মসৃণ।

-- বাবা ! শমী পাশে বসে পড়ল। জোর করে পাশ ফেরাল তাঁকে। খুব জোর করতে হল না। যেন হালকা হয়ে গেছেন এবং বুড়ো। পঞ্চান্ন বছর বয়সে, পেনশনটা সিওর হয়ে যেতেই উনি স্বেচ্ছাবসর নিলেন। বুঝলে, একুশ বছর বয়স থেকে চাকরি করছি। ওই এক পরিবেশ, এক মুখ, এক কথাবার্তা। এবার নিজের ইচ্ছেয় জীবন কাটাব। -- ছেলে, বাবা, মায়ের সান্ধ্য মজলিশ।

-- ভেবে বল শমী। তোমার দিদির বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। বাড়ি ভোগ করছি সবাই অনেকদিন। নিয়মিত পেনশন। অ্যামাউন্ট ভাল। তা ছাড়া যথেষ্ট ইনভেস্টমেন্ট।

ইনসিওরেন্সটা পরের বছর পাবে। মেডিক্যাল ইনসিওরেন্স -- ক বছর ফাইভ পার্সেন্ট করে জমে গেল। একটা বাইপাস নিশ্চিন্তে হয়ে যাবে -- কী বল!

-- বাবা! বাবা! বাবাকে নাড়াতে থাকে শমী। তুমি কেন এমন ...। আমরা চিকিৎসা করাব। সেখানে যা আছে। সব রকম! অ্যাপলোর সঙ্গে যোগাযোগ করছি। আমার এক বন্ধু আছে বম্বেতে। সেই যে রাকেশ। ও সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবে।

সারা দিনের পর এই প্রথম কথা বললেন প্রভাস্রঞ্জন -- আমায় একটু জল দাও। কী যেন নাম তোমার? হ্যাঁ পুবালি।

জলের গ্লাসটা ধরে আবিষ্টের মতো বলতে লাগলেন -- বুঝলে শমী। জল, জল যে কত সুস্বাদ কখনও ভেবে দেখেছ? কত সুন্দরও? যেন তরল হীরে। আমি সারা জীবন জলকে তার প্রাপ্য গুরুত্ব দিইনি। আজ শুধু জল খাচ্ছি তাই। তোমরা জলের কথা একটু ভেবো। জল প্রাণ। পান করবার সময়ে সচেতনভাবে জলের স্বাদ নেবে।

বাবার পা দুটো নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে শমী ডাকে -- বাবা! বাবা! এমন করে না। এমন কোরো না। মায়ের কথা ভাবো, আমার কথা, দিদির কথা, আমরা চিকিৎসা করাব ...

-- অ্যাডভান্সড স্টেজ শমী। ছেলের মাথায় হাত রেখে বললেন তিনি। এতক্ষণে একটা অর্থপূর্ণ, প্রাসঙ্গিক মন্তব্য।

-- আমরা সেকেন্ড ওপিনিয়ন নেব। থার্ড ওপিনিয়ন বাবা, আড্ডির কথাই ফাইনাল নয়। অংকোলজিস্টরা আজকাল ... ভীষণ মারসিনারি - নির্দয় - নির্মম -- ওদের কথা আমি বিশ্বাস করি না।

-- ওদের কাছে যাব না শমী, যেতে হবে না। আর ছ মাস, বড়জোর। শুধু শুধু দেহটাকে বিষপান করানো, কাটা-ছেঁড়া ... গিলোটিনের ব্লেড নেমে আসছে, চালক আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আমি আজ সারাদিন ধরে এই অনিবার্যতার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছি। আমাকে বিচ্যুত কোরো না।

-- আমাদের কথা ভাববে না বাবা। আমি, মা, দিদি।

www.BDeBooks.Com

-- শেষ পর্যন্ত মানুষ একা বোঝে না ? এখন আমি তোমাদের কারও কথা ভাবছি না। আমি আশ্চর্য হয়ে অনুভব করছি তোমরা আমার জীবনে কতটা আপতিক। ইন্সিডেন্টাল, অ্যাক্সিডেন্টাল। ... পুবালির জায়গায় অন্য কেউও থাকতে পারত। তোমার জায়গায় অন্য কেউ, খালি আমি থাকতাম বরাবর আমি, আমি এখনও তোমাদের দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের সঙ্গে সুসম্পর্কিত আছি, কিছুকাল পরে আর দেখতে পাব না, সম্পর্কিত থাকব না। তোমাদের আকুতি আমাকে ছোঁবে না। আমি চলে যাব মহাশূন্যে -- এখনও জানি না অস্তিত্ব হয়ে না নাস্তি হয়ে। এই চলে যেতে হওয়াটা শকিং, কিছু প্ল্যান করেছিলাম তো সারা জীবনের দাসত্বের পর মুক্তির জন্য। আনন্দের জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চলে যাওয়াটা ভবিতব্য মানতেই হবে। মানতে

পারছি না। এই বীভৎস শেষকে, কদর্য, বীভৎস, নৃশংস ... আমাকে তোমরা নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে দাও। একটু সময়। একা একা।

-- একদম খালি পেটে অ্যালজোলাম দেব মা ? ভাঙা গলায় বললল শমী।

-- না দিয়ে উপায়। একটা জিনিস দাঁতে কাটল না, শুধু জল। জল নাকি অমৃত। আমরা নাকি জলের মর্ম না বুঝেই জল খাই। একটু তো স্থির হতে হবে, শরীরটাকে বিশ্রাম, শান্তি দিতে হবে। আমি ডক্টর সেনকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছি।

-- উনি আসবেন না ?

-- আসবেন। কাল। এখন ফেস করতে পারছেন না। এতদিন ধরে শরীরটা নিছক খারাপ। সিটি স্ক্যান পর্যন্ত হল। কিছু ধরতে পারলেন না।

অনেক, অনেকক্ষণ ছটফট করার পর প্রভাসরঞ্জন অবশেষে ঘুমোলেন। মানুষটা একদিনে বুড়ো, ছোট্ট হয়ে গেছেন। শমী দেখেই বুঝতে পারছে এই কালরোগ তার থাবা ক্রমশই আঁট করতে থাকবে, খুব দ্রুত অবনতি হতে থাকবে, শেষকালে ? শেষে কী ?

প্রভাস ঘুমোতে লাগলেন ওষুধ ঘুম। কিন্তু পুবালি সারারাত এ পাশ ও পাশ করলেন। একদম ভোরবেলায় এক ঝলক ঘুম এল। এবং শমী প্রায় সারা রাত পায়চারি করে কাটাল। জীবনে এই প্রথম দেখল চন্দ্রহীন অমাবস্যার নিশুতি রাত কাকে বলে। অজস্র

নক্ষত্র। যেন আকাশের গায়ে বসন্তের গুটি। কী করে লোকে তারাভরা রাত নিয়ে কবিত্ব করে সে বুঝতে পারল না। প্যাঁচার ডাক রাতটাকে আরও কর্কশ করে দিচ্ছিল। গাছগুলোর হাওয়ায় নড়া-চড়া ভৌতিক। এখনও দিদিকে বলা হয়নি কিছু। দিদি আবার ভীষণ ইমোশনাল। সে বেচারি কিছুই জানে না। একেবারে আকাশ থেকে পড়বে। এমন হাউমাউ করবে যে তাকে সামলাতেই কয়েকজন লোক লাগবে।

বাবা বরাবর অন্যরকম। সরকারি অফিসারের চাকরিটার সঙ্গে কোনওদিনই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। তবু করে গেছেন সংসারের কথা ভেবে। একটা মানুষকে যদি সারা জীবন নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধ কাজ করে যেতে হয়। তাহলে তার কী অবস্থা হতে পারে। সে খানিকটা বুঝত, কিন্তু বাবা যে কতটা অশান্তিতে আছেন সেটা বুঝল

বাবা সমস্ত জিনিসটা অকপটে তাদের বলার পর। কী আনন্দ, আশা তখন বাবার চেহারায়। বেশি কিছু তো পারব না। এই একটু ঘুরব ফিরব। হিমালয়। হিমালয়ে যাব। গঙ্গার উৎস যদি দেখে আসতে পারি, ভাগ্য মানব। বুঝলি শমী, শুধু চাঁদের আলোয় শুভ্র তুষারের মধ্যে বসে থাকা। শুধু দেখব, বনে জঙ্গলে প্রকৃতি নিজের হাতে বনফুল ফোটায়। জঙ্গলের ডাকবাংলোয় বসে লন্ঠনের আলোয় খাওয়া সারব, ভেসে আসবে কী জানি কি বন্যজন্তুর ডাক। বাবার ঘরের তাক ভর্তি উমাপ্রসাদ, বিভূতিভূষণ, জিম করবেট ... এখন মনে পড়ছে তার। বাবা চিরকাল মুক্তি ভালবেসেছেন, বন্দিত্ব মানতে হয়েছে। প্রকৃতি ভালবেসেছেন, রাইটার্সের মতো অপ্রাকৃতিক, অপ্রকৃতিস্থতে জীবন কাটাতে হয়েছে। কত প্ল্যান করে, সব ঠিক করলেন। হিমালয়ের উপযুক্ত শীত-পোশাক কেনা হল, লাগেজ, ঠাকুর্দার মৃতুর পর বাবার কোথাও যাওয়ার অবসর মেলেনি। কাজেকর্মে একটু এদিক-ওকিক কখনও সখনও যোল আনা বিষয়ী মানুষের মতো বাবা সস্তায় জমি কিনেছেন, রোদ মাথায় বাড়ি করেছেন। শেয়ারে, পোস্ট অফিসে, আরও নানা স্কিমে লগ্নি করেছেন। তাদের লেখাপড়ার সময় এবং অর্থ ব্যর করেছেন। মেয়ের ভাল বিয়ে দিয়েছেন। সমস্ত। কিন্তু সারা জীবন মনের মধ্যে একটা স্বপ্ন পুষে রেখে, আর সেই স্বপ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ... নাঃ ভাবা যায় না, মানা যায় না, শূন্যে মুঠি ছুঁড়ল শমী। তারপর বিছানায় নিজেকে ছুঁড়ে দিয়ে গুমরে গুমরে কাঁদতে লাগল। বাবা ! বাবা ! বাবা !

ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমের মধ্যে ভয়ানক স্বপ্ন দেখে ঘেমে-নেয়ে উঠে বসলেন পুবালি। রক্তের স্বপ্ন, কোথা থেকে যেন ফোয়ারার মতো রক্ত উঠছে। কে যেন বলল প্রতি ফোঁটায়

www.BDeBooks.Com

রক্ত ... আঙুর রক্তের দোষ সব শুধরে দেয় মাসিমা। লোকে স্বপ্নে ওষুধ টষুধ পায়। এ কি সেই স্বপ্নাদ্য ওষুধ ? বেদানা ? আঙুর ? এত সোজা ! তবু চেষ্টা করে দেখবেন, স্বপ্নের কথা কাউকে বলবেন না। বলতে নেই, কিন্তু বেদানা আর আঙুর ওঁকে খাওয়াতেই হবে।

স্বপ্নের ঘোর কাটলে, বাস্তব আবার তাঁর ওপর খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল। আপাত নির্মল সকাল। প্রতারক সকাল, প্রবঞ্চক রোদ। পুবালি নিজের ক্লান্ত পা টেনে টেনে কলঘরে গেলেন। প্রভাস জাগা মাত্র তাঁকে কিছু খাওয়াতে হবে। ভারী কিছু।

ডক্টর সেন আসছেন। হাতে ব্যাগটা কেমন ঠাট্টা করছে তাঁকে। মুখে একটা বিব্রত ভাব।

-- এই যে বউদি।

পুবালি ওঁকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

-- দেখি রিপোর্টটা ?

যত দেখছেন ডক্টর সেন অর তাঁর ডক্টরসুলভ প্রশান্তি ধরে রাখতে পারছেন না। মুখ শুকিয়ে গেছে। বিড়বিড় করে কিছু বললেন -- সম্ভবত জিপিদের সীমাবদ্ধতার কথা।

-- আমার মনে হয় একেবারে সোজা বম্বে চলে যাওয়াই ভাল -- অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, ভারত সেবাশ্রমে ব্যবস্থা আছে। থাকবার ঘর, রাঁধবার জায়গা, বাস, সময় মতো নিয়ে যাবে। কেমোটা যত তাড়াতাড়ি স্টার্ট করা যায় ...

পুবালি বললেন, শমী। অনেকক্ষণ থেকে ফোনটা বাজছে। ধর, মিলি হলে কিছু বলিস না।

প্রভাস বললেন -- কেন বাজে কথা বলছ সেন। তুমি তো ডাক্তার, বন্ধুও বটে।

সেন নিজের আঙুলের নখের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখনও তো আপনি পুরোপুরি এক্সপার্ট ওপিনিয়ন পাননি। বম্বেতে সেটাই। তারপর কী করতে হবে না হবে ওদের ওপরই ছেড়ে দেওয়াটাই ... আমার মনে হয় ...

শমী ডাকল -- মা ! ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে বাবাকে ডাকছে।

পুবালি গিয়ে ধরলেন -- বলুম, আমি প্রভাসরঞ্জন সিকদারের স্ত্রী বলছি।

-- আপনাদের অ্যাড্রেসটা একটু ভেরিফাই করছি। বলবেন ?

-- পুবালি বললেন।

-- রেফার্ড বাই ডক্টর সেন ?

-- হ্যাঁ।

-- পুরো নামটা কী ?

- এ সেন। অরিন্দম সেন।

-- উই আর এক্সট্রিমলি স্যরি ম্যাডাম। একটা ভুল হয়ে গেছে। একটা কনফিউশন আপনারা যে বায়প্সি রিপোর্টটা নিয়ে গেছেন ওটা অন্য এক প্রভাসরঞ্জন সিকদারের। উনি বরানগরে থাকেন, ওটার রেফার করেছেন স্ট্রেঞ্জলি একজন ডক্টর এ সেন, অসীম সেন। খুব দুঃখিত, মাফ করবেন। প্লিজ এ নিয়ে কোনও লেখালেখি, কমপ্লেইন ...

পুবালির গলার রুদ্ধ হয়ে গেছে -- কী বলছে, আমাদের রিপোর্টে ?

-- নেগেটিভ। নো ম্যালিগন্যান্সি।

-- আপনি সিওর।

-- একদম। নিয়ে যাবেন দয়া করে।

-- কী বলছে মা ? শমী ভীষণ চিন্তিত গলায় জিজ্ঞেস করছে। পুবালি জবাব দিতে পারছেন না। জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে। গলায় রুদ্ধ কান্না আছড়ে পড়ে। শমী, তোর বাবাকে বল -- ভুল, ভুল। রিপোর্টটা ভুল। নেগেটিভ এসেছে ওঁর।

www.BDeBooks.Com

পুবালি মেঝের ওপর আছড়ে পড়েন। চুল ছড়িয়ে পড়েছে, আঁচল লুটোচ্ছে। তিনি পাগলের মতো কাঁদছেন। এতক্ষণ কী বলছেন অসংলগ্ন বিলাপের মতো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

রিপোর্টটা নিয়ে হতভম্বের মতো বসে থাকেন ডঃ সেন -- কিন্তু ঠিকানা, নাম, সবই তো ঠিক।

-- কম্পিউটারেই ভুল ইনফর্মেশন ফিড করেছিল। নিশ্চয়ই। যাক, ভুলটা ধরা পড়েছে এই-ই যথেষ্ট। ধরা গলায় বলল শমী।

প্রভাসরঞ্জন শূন্য চোখে চেয়েছিলেন। মগজ মেনে নিতে পারছে না এত বড় কথাটা।

-- ওরা আবার ভুল করছে না তো ? থেমে থেমে তিনি বললেন।

-- না, না ডক্টর সেন বললেন -- বলছে নেগেটিভ, আবার কী ? আমি তো রিপোর্ট শুনে ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। পেটের ওপর হাত দিয়েই আমরা বুঝতে পারি। আলট্রাসাউন্ড করালাম। জাস্ট ইনফ্লামেশন অব লিভার। ঈশারায় -- কী গেল বলুন তো আপনার ওপর দিয়ে।

রাত তখন দ্বিপ্রহর। অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন পুবালি। হঠাৎ কেমন ছ্যাঁৎ করে বুকটা ভেঙে গেল। দেখলেন বিছানার ওপর বসে আছেন প্রভাসরঞ্জন। চাঁদের আলো পড়েছে মুখে। কী রকম অদ্ভুত একটা অভিব্যক্তি। ঠিক ধরতে পারলেন না। আস্তে আস্তে উঠে বসে বললেন, কী হল তোমার ? ঘুম ভেঙে গেল ?

মুখ ফেরালেন না। জবাব দিলেন না প্রভাসরঞ্জন। দুর্বোধ্য বিষাদ মুখ। পিঠের ওপর হালকা হাতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন পুবালি।

কিছুক্ষণ পর খুব নিচু গলায় প্রভাস বললেন -- সমস্ত প্রসেসটা আবার আরম্ভ হল ?

-- কী প্রসেস ? কিসের আরম্ভ ?

-- একদিনে এক যুগের যুদ্ধ করেছি পুবালি। মেনে নিতে পেরেছিলাম। শেষ পর্যন্ত না মেনে তো উপায় নেই। কিন্তু কী ভীষণ সে যুদ্ধ ! কী ভয়ানক যে সে মেনে নেওয়া।

পুবালি ভিজে গলায় বললেন, ওসব আর ভেবো না। দুঃস্বপ্ন একটা। আমাদের তো টিকিট কাটাই। দেরাদুন, মুসৌরি, রানীক্ষেত ... আগে বিশ্বাস করতাম না প্রার্থনায় সফল হয়। এখন বুঝেছি ভগবান আছেন, শোনেন।

প্রভাসরঞ্জন খুব আস্তে আস্তে বললেন -- কী রকম ভগবান ? কার ভগবান ? প্রভাসে প্রভাসে সত্যিই কি কোনও তফাত আছে ?

একটু থামলেন, তারপর স্থির গলায় বললেন -- দেরাদুন, মুসৌরি নয়, কাল আমি বরানগর যাব। প্রভাসরঞ্জন, পুবালি, শমীকদের কাছে।

◆ সমাপ্ত ◆

BDeBooks.com